# জিয়াউদ্দিন সাহেবকে খোলা চিঠি

## 'হতাশার বেদনা ও আশার শপ্ন'

'সদালাপ' এ 'আমার জন্মদাতা যদি হতেন রাজাকার' এবং 'জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষনা' শিরোনামে আপনার পরপর দুটো লিখা পড়ার পর ভাবছি, এ নিয়ে কিছু কথা না বলা পর্যন্ত বিবেক দংশন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবেনা। আপনার স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং ইতিহাস বিকৃতিকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিশ্বাসী দেশদ্রোহীদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা উপলব্ধি করার জন্যে প্রথম লিখার শিরোনামটাই যথেষ্ট। 'আমার জন্মদাতা যদি হতেন রাজাকার' কথাটা যেন মনের ভেতরে স্তুপীকৃত সারা জনমের সকল ক্ষোভ, ঘৃণা, অপমান, অভিমান, হতাশার এক বুক ফাটানো প্রতিবাদী চিৎকার, এক বিস্ফোরণ। তাই বলি, 'সদালাপ'এ আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছেন আপনার সকল লিখার সর্বশ্রেষ্ট দুটো লিখা পড়লাম। উন্নয়নমুখী উর্ধগামী একটি স্বাধীন গর্বিত জাতীর এমন দশা হয়তো দেখতে হতো না, যদি মেজর জিয়া নামের স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, ভন্ড-প্রতারকের জন্ম এ দেশে না হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কমান্ডার ইন চীফ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন আতাউল গণি উসমানী। জিয়ার মতো সেক্টর কমান্ডার আরো অনেক ছিলেন এবং তাঁর মতো আরো একাধিক লোক স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেছিলেন। জিয়ার মুখ দিয়ে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা বের করতে চায় তারা জন্মান্ধ ও চির বধির। এদের সাথে তর্ক করার চেয়ে গাছ-পাথরের সাথে কথা বলা ভাল। আপনি কোন রাজাকারের সন্তান হলেও হয়তো এদের মতো হতে পারতেন না। আমি অনেক রাজাকারের সন্তানকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, এবং জাসদ, আওয়ামীলীগ, গণফোরাম, কিংবা সিপিবির সক্রীয় সদস্য। আবার যুদ্ধপরাধী ঘাতক পাকিস্তানের দালালদের চেয়ে নিকৃষ্ট মুক্তিযোদ্ধাও দেখেছি, মেজর জিয়া তাদের প্রকৃষ্ট উপমা। বঙ্গবন্ধু হত্যা, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, সিনেমার ছায়াছবিতে কালো কালি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিত্র মুছে ফেলা, সংবিধানে বিস্মিল্লাহ সংযোজন (ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু ও সাম্প্রদায়ীকতার জন্ম), বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিলুপ্তকরণ, জাতীয় চার নেতা হত্যা, কর্নেল তাহের সহ শতশত মুক্তিযোদ্ধা হত্যা, রাজাকার পুনর্বাসন, গোলাম আজমের নাগরিত্ব প্রদান, ধর্মীয় রাজনীতি বৈধ করণ, সৈরাচারী পন্থায় অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, এ সবগুলোর সাথেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মেজর জিয়ার নাম জড়িত। জিয়া রাজনীতিবিদদের জন্যে রাজনীতি এমন ডিফিকাল্ট (তাঁর ভাষায়)

করে গেছেন যে ক্ষমতালোভী আওয়ামীলীগকে মাথায় হিজাব পরে, নিজামীর পাশে ফটো তোলে, গোল টুপি মাথায় পরে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ দিয়ে বক্তৃতা শুরু করে, ব্যানারে আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান লিখে, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলে, যুদ্ধপরাধীর পেছনে নামাজ পড়ে, তালেবান সদস্য ও কোর্টের রায়ে দন্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধপরাধীকে মনোনয়ন দিয়ে, রাজাকার কমান্ডারের হাতে হাত মিলায়ে, ইসলামী রাজনৈতিক দলের সাথে চুক্তি করে ঈমানী পরীক্ষা দিতে হয়। তা না হলে বাংলার ১৪ কোটি মানুষ বিশ্বাস করবে না তারাও যে মুসলমান। কারণ মানুষ দেখেছে ৯৬ সালে বাংলাদেশের সকল মসজিদে আজানের বদলে উলু-ধ্বনি হয়েছিল, সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, সকল মুসলমান নারী কপালে সিঁধুর পরেছিল এবং সকল স্কুলে ইসলামী ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল ! বর্তমান আওয়ামীলীগ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ-অসাম্প্রদায়ীক দল বলে দাবী করা চরম অজ্ঞতা আর ভন্ডামী ছাড়া কিছু নয়। জিয়ার দুষিত সংস্কৃতি আর অপরাজনীতি অনুসরণ করে আওয়ামীলীগ তার সারা জীবনের অর্জন ধ্বংস করে দিয়েছে। ক্ষমতার লোভে মোহাচ্ছন্ন আওয়ামীলীগ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ‘ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি’কে যথার্থ মুল্যায়ন করে নাই, এবং তার সহযাত্রী বামপন্থী দলগুলোকে পাশে ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই আজ একটি সাম্প্রদায়ীক ইসলামী দল ও বিশ্ব বেহায়া এরশাদের শরণাপন্ন হয়। অথচ বঙ্গবন্ধুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচনে একক ভাবে আওয়ামীলীগকে মোকাবিলা করতে পারে এমন কোন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে জন্ম নেয় নাই। তার একটি কারণ, এ দেশের জন্যে, এ দেশের মানুষের জন্যে আওয়ামীলীগ রক্ত দিয়েছে অকাতরে জীবন দিয়েছে তুলনাহীনভাবে। আজ তারা আদর্শচ্যুত, তাই গোল গোল টুপি পরে সারারাত হোটেলে মদ পান করে দিনের বেলা ‘নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা’ দিয়ে ভাষন দেয়। বিনিময়ে জেলখানায় থেকেও নির্বাচনে অপ্রতিদ্বন্দী ভাবে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। আজ আওয়ামীলীগ যখন মসজিদ মাদ্রাসার মেনেইজমেন্ট কমিটি বা মজলিসে সুরার সদস্য হওয়ার জন্যে কাতর, তখন জামাত হয় স্কুল কলেজের গভর্ণর বডির চেয়ারম্যান। আওয়ামীলীগও একদিন ‘অনশন ধর্মঘট’ পরিত্যাগ করে ‘রোজা দিবস’ পালন করবে, বিজয় দিবসের নাম রাখবে ‘শোকরানা দিবস’। আর উক্ত দিবসগুলোর নাম পরিবর্তনের ফজিলত বর্ণনা করে অসংখ্য রচনা লিখবেন বুদ্ধিজীবি হুমায়ুন আহমদগণ। ক্ষমতার স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার অথবা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করা অদূর ভবিষ্যতে আর সম্ভব হবে না। এই ধারাবাহিকতায় একদিন ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, ২ লক্ষ বিরাঙ্গনার সাথে বেঈমানী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে রূপান্তরিত করা হবে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে। স্কুল, কলেজ ইউভার্সিটির সিলেবাস হবে মাদ্রাসার কেতাব। আর এ পবিত্র কাজটি

সাধিত হবে আওয়ামীলীগের মাধ্যমে। সেদিন এই দেশে দাড়ি আর টুপি বিহীন কোন পুরুষ থাকবেনা, হিজাব আর বোরকা ছাড়া কোন নারীকে দেখা যাবেনা। যদি কোন নারীর একটিমাত্র কেশ হিজাবের বাহিরে অথবা পায়ের ক্ষুদ্র নখাগ্র বোরকায় অনাবৃত হয় তা তাতক্ষনিক ভাবে কেটে দেয়া হবে। তখন বেত্রাঘাতের ভয়ে বাধ্য হয়ে রুনা, সাবিনা, সালমা, শাহনাজ, নোলক বাবুরা হজরত সাঈদী, হজরত বিন্-লাদেনের সুরে কর্কস কণ্ঠে গাইবে ইসলামী কসীদা আর গজল। জাতির মাথায় পচন ধরেছে, পা পর্যন্ত গলে-পচে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর-

বহুবহু দিন পরে ঐ যে সুদূর নীহারিকা, সেখান থেকে গভীর অন্ধকার ভেদ করে উজ্জল আলোর শিখা হাতে একদল বুদ্ধিদীপ্ত নবীন বাংলায় নেমে আসবে। তারা এক মহা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে। তখন মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, তসলিমা, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলী মাতুব্বর এক টেবিলে বসে পানাহার করবেন। একজনের হাতের ছোঁয়ায় অপরজন অপবিত্র হবেনা। পানিকে জল বল্লে কোন পাপ পূণ্য হবেনা। মুসলমানের পদ-চিহ্নের স্থান হিন্দুকে গোবর দিয়ে পবিত্র করতে হবেনা। ধর্ম থাকবে তবে ধর্মীয় আইন থাকবেনা। সব সত্যের উপরে হবে মানুষের অবস্থান। তখন আবার বাংলার কোকিল ফিরে আসবে, মনের সুখে আহ্বান জানাবে ‘সব ক’টি জানালা খোলে দাও না’। চিত্রা নদীর পারে সালমারা গান ধরবে, আকুল কণ্ঠে শাহনাজরা গাইবে ‘একবার যেতে দে’না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়’। তখন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির চেয়ারের পেছনের দেয়াল থেকে ভন্ডামীর সাক্ষী মুসলমানের কলেমা উধাও হয়ে যাবে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদের মৃত্যু হবে, ফিরে আসবে ‘জয় বাংলা’। ‘আল্লাহ্ হাফিজ’ ‘খোদা হাফিজ’ থাকবেনা, থাকবে সু-প্রভাত, শুভ-রাত্রি। সেই শুভদিন দেখার জন্যে ততদিন আপনি আমি আমরা কেউই এই পৃথিবীতে থাকবোনা।

ইতি-
আকাশ মালিক

http://www.nybangla.com/

বি এন পি জামাত জোটের অপশাসনের ক’বছর দেখুন
‘জেগে ওঠো বাংলার মানুষ’।

**The Sheikh Mujib Declaration of Independence of Bangladesh: U.S. Govt. Records and Media Doc.**